Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 555 – 559
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

মধুসূদন সরস্বতী : একজন আদর্শ শিষ্য তথা আচার্য : একটি বিশ্লেষণ

সুব্রত সরদার
এম্. ফিল, সংস্কৃত বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : subratasardar14296@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
আচার্য মধুসূদন সরস্বতী শিক্ষাব্যাবস্থা, শিক্ষাদান-পদ্ধতি, গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক।

Abstract
এই প্রবন্ধে মধুসূদন সরস্বতী শিষ্যাবস্থায় তাঁর গুরুদের সাথে কেমন আচার ব্যবহার করতেন এবং তিনি যখন নিজে গুরু হয়েছিলেন তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের সাথে কেমন আচার ব্যবহার করতেন তার একটা পটভূমি দেওয়া হয়েছে। আর তাঁর শিক্ষা ব্যাবস্থার জীবন সংগ্রাম এর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সর্বশেষ তিনি কীভাবে তাঁর জ্ঞানলাভ করেছিলেন বিভিন্ন বিদগ্ধ পণ্ডিতদের দ্বারা এবং সর্বশেষে তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

Discussion
ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী ভারতীয়দর্শনশাস্ত্রের এক অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আনুমানিক ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া চব্বিশ পরগণার অন্তর্গতউনশিয়া গ্রামে (বর্তমানে বাংলাদেশ) মধুসূদন সরস্বতীর জন্ম হয়। মধুসূদনের পিতা পুরন্দরমিশ্র কাশ্যপ গোত্রীয় শুক্লযজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত ছিলেন। বাল্যাবস্থায় মধুসূদন সাংখ্য, যোগ, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রে জ্ঞানার্জন করেন। পরে সংসার এবং বিষয় সম্পত্তির প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে বালক অবস্থাতেই অপরাবিদ্যা অনুশীলনের জন্য বিমুখ হয়ে প্রথমে নবদ্বীপ ধামে ন্যায়শাস্ত্রে বিদগ্ধ পণ্ডিত মথুরানাথের কাছে, পরে কাশীতে গিয়ে বেদান্তকেশরী রামতীর্থের কাছে এবং তারপর মীমাংসা শাস্ত্রে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শ্রী বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর নিকট অধ্যাত্ম শাস্ত্র অনুশীলন করেন। এবং মুখ্যত

অধ্যাত্মশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ রচনাতেই তাঁর সুদীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেন। কথিত আছে মধুসূদনের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি এতদূর পরিব্যাপ্ত হয়েছিল যে, তাঁর সম্বন্ধে একটি শ্লোক তাঁর জীবদ্দশাতেই সুপ্রচারিত হয়—

"বেত্তিপারংসরস্বত্যামধুসূদন সরস্বতী।
মধুসূদনসরস্বত্যাঃপারংবেত্তি সরস্বতী।"[১]

অর্থাৎ বিদ্যা যে কি, তা কত প্রকার এটা শুধুই মধুসূদনই জানেন (একমাত্র তিনিই বিদ্যাবারিধিপরাঙ্গম, সর্ববিদ্যাতাঁর করতল গত)। মধুসূদনের বিদ্যার পরিমাপ করা সাধারণ মানুষের সাধ্য নয় সরস্বতী দেবী তা করতে সমর্থ। বর্তমান সমাজের অবক্ষয়ের মূল কারণ গুরু এবং গুরুর মানসিকতা। তবে অনেকেই বলে থাকেন যে শুধু কি গুরুর ভূমিকা, ছাত্র এবং প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাও থাকে। তবে এক্ষেত্রে বলা যায় তিনটির মিথস্ক্রিয়া বা সমন্বয় ছাড়া একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বয়ং-সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এটা আধুনিক যুগের মতামত। তবে বৈদিক যুগে যে এই শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না তা বলা যায় না, এটা মূলত বৈদিক যুগের গুরু পরম্পরা অনুযায়ী বর্তমান সমাজে তার কিছুটা পরিবর্তন বা আধুনিকতা হয়েছে। সেই যুগে দাঁড়িয়ে গুরুর গৃহ ছিল আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গুরু ছিল নিজে, যিনি কিনা একাধারে পিতা, একাধারে মার্গদর্শক, একাধারে সখা। এবং শিষ্য ছিল তাঁর পুত্র, সমবয়স্ক, আরো অন্যান্য। তবে সেই যুগে দাঁড়িয়ে যে অবিচ্ছিন্ন গুরু পরম্পরা, সেই অবিচ্ছিন্ন গুরু পরম্পরা মধুসূদন সরস্বতীর সময়েও অর্থাৎ ষোড়শ শতকে (১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দ) অবিচল ভাবে বিদ্যমান ছিল। গুরুর যে সমস্ত গুণ থাকা অবশ্যক তা মধুসূদন সরস্বতীর মধ্যে ছিল। গুরু সর্বদা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবেন যে তাঁর মধ্যে এবং শিষ্যের মধ্যে যেন সর্বদা জ্ঞান থাকে। তারা যেন সর্বদা ভালো আচরণ করে থাকে। তাই কঠোপনিষদে কথিত হয়েছে—

"সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যংকরবাবহৈ।
তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ"[২]

অর্থাৎ হে পরমেশ্বর বিদ্যাস্বরূপ প্রকাশপূর্বক গুরু-শিষ্য আমাদের উভয়কে সমভাবে ত্রাণ করুন। সমভাবে আমাদের উভয়কে বিদ্যাচর্চার ফল প্রদানপূর্বক পালন করুন। আমরা যেন সমভাবে এই অপরাবিদ্যাজনিত পরাবিদ্যা বা অপরোক্ষানুভূতি লাভ করতে পারি। আমাদের উভয়ের লব্ধতত্ত্ব যেন তাৎপর্য প্রকাশক হয়, পরস্পরের প্রতি যেন আমরা বিদ্বেষ ভাবাপন্ন না হই।

গুরু কোনদিন আর্থিক উন্নতির কথা ভাববেন না। তিনি সর্বদা শিষ্যের মঙ্গল কামনা করে থাকেন। এই ধরনের যে শিক্ষা ব্যবস্থা, এই শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয় মধুসূদন সরস্বতীর সময়কালেও যে বিদ্যমান ছিল তার কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটেনি সেটা আমার প্রবন্ধের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

বৈদিক সাহিত্যে আচার্যকে গুরু বলা হয়। তাই গুরু শব্দের আালোকপাত করতে গিয়ে অদ্বয়তারক উপনিষদে দেখতে পাই—

"গুশব্দস্ত্বন্ধকারঃস্যাৎ রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীযতে।।"[৩]

অর্থাৎ 'গু' শব্দের অর্থ হল অন্ধকার আর 'রু' কথার অর্থ হল নিরোধক। এক কথায় বলা যায় যিনি অন্ধকার থেকে অলোর পথে নিয়ে যায় তিনি গুরু।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গুরু বলতে এককথায় বলেছেন,

> "গুরু হল ঘটক। যিনি ভগবানের সঙ্গে ভক্তের যোগ ঘটিয়ে দেন। গুরু শিষ্যের ভাব অনুযায়ী মন্ত্র ও ইষ্ট ঠিক করে দেন। যে দক্ষ ব্যক্তির কাছে দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে মানুষ অন্ধকার থেকে আলোয় আসার ঠিকানা পায় বা পথ দেখতে পায় তিনিই গুরু।"[৪]

তথা বিশদে বললে বলা যায়, গুরু হলেন আধ্যাত্মিক পথের দিশারী। মানুষকে জাগতিক চাওয়া পাওয়ার ঊর্ধ্বে উন্নীত করে পরম সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দেন। শাস্ত্রে আছে যিনি অজ্ঞান রূপ তিমির অন্ধকারে জ্ঞানরূপী অঞ্জন দ্বারা চক্ষুর উম্মিলন ঘটান তিনি হলেন গুরু। আর শিষ্‌অনুশিষ্ট ধাতুর সাথে এতি-স্তু-শ্বাস্-বৃ-দৃ-জুষঃক্যপপ্রত্যয় করে

শিষ্য পদটি নিষ্পন্ন হয়। অর্থাৎ যে অনুশাসনের যোগ্য তাকে শিষ্য বলা হয়। সেই দিক থেকে বিচার বিবেচনা করে দেখা যায় যে ব্রহ্মচারী লাভের বাশিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য মধুসূদন সরস্বতী উপযুক্ত।

আচার্য মধুসূদন সরস্বতীর জীবনেও বৈদিক গুরু পরম্পরা অনুযায়ী এই রকম একটা অন্তরাল আসে। তিনি নিজে প্রথম জীবনে ন্যায় শাস্ত্রে বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তাই তিনি নিজেই স্থির করলেন যে আপন প্রতিভা ও বিদ্যা বলে তিনি এমন এক অকাট্য দ্বৈতবাদী মহাগ্রন্থ রচনা করবেন যা মহাপ্রভুর প্রচারিত মতকে দার্শনিক বিচারের দিক দিয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলবে। আর এটা করতে গেলে তাকে অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন করতে হবে। তাই তিনি অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন করার জন্য বেদান্তকেশরী পণ্ডিত রামতীর্থের কাছে শিষ্যত্বগ্রহণ করেন এবং পরক্ষণে তিনি সকলদিক পর্যালোচনা করে বুঝতে পারেন যে আচার্য শংকর যা রচনা করে গেছেন তা সর্বতোভাবে সিদ্ধ, সর্বতোভাবে যথাপোযুক্ত এবং যুগোপযোগী। তখন তিনি তাঁর গুরু দোষে দুষ্ট হয়েছেন এবং তার মনে প্রবল আত্মগ্লানি সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলবশতঃ গুরুর কাছে সমস্ত সত্যটা নিবেদন করেন। তিনি চাইলে সত্যটা গোপন করতে পারত। কিন্তু আমাদের বৈদিক যুগের গুরু পরম্পরা আমরা কোন মতেই লজ্ঘন করতে পারিনা। তাই কোন প্রকারে আমাদের নৈতিকতা অস্বীকার করতে পারিনা। গুরুরা কোনদিন কোন শিষ্যের জাতিগত বিচার বিবেচনা করে বেদ বা উপনিষদ শিক্ষা দেয়নি। তাই বেদে আছে— "যা বিদ্যা তা বিত্তযে"।

গুরু সর্বদা চাইবে যে তার কাছে যথাপোযুক্ত শিষ্য আসুক। এবং তাদের মাধ্যমে যেন আমার যশ খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাই তৈত্তিরীয়োপনিষদে শিক্ষাবল্লীর চতুর্থ অনুবাকে উক্ত হয়েছে, যথা—

"পঃপ্রবতাযন্তি যথা মাসাঅহর্জরম্। এবং মাংব্রহ্মচারীণোধাতরযন্তু সর্বতঃ স্বাহা।"[৫]

অর্থাৎ যেরূপ সমস্ত জলপ্রবাহ নিম্নদিকে প্রবাহিত হতে হতে সমুদ্রে মিলিত হয় তথা যেরুপ মাস সমূহ দিনের শেষ করে সংবৎসরে মিলিত হয়, হে বিধাতা! সেই রূপ আমার নিকট সমস্ত দিক থেকে ব্রহ্মচারিগণ আসুক এবং আমি তাদের বিদ্যাভ্যাস করিয়ে তথা কল্যাণের জন্য উপদেশ দিয়ে নিজ কর্তব্যের তথা তোমার আজ্ঞা পালন করতে পারি। আবার শিষ্যের সমাবর্তনের সময় দেখতে পাই গুরু যথাপোযুক্ত উপদেশ দান করেন। গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করে শিষ্য কীভাবে গার্হস্থ্ জীবন-যাপন এবং আচার-ব্যবহার করবেন, সেই সমস্ত উপদেশ দিয়ে থাকেন। তাই ছান্দগ্যোপনিষদে কথিত আছে—

"মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। ...শ্রদ্ধাযাদেযম্। অশ্রদ্ধযা 'দেযম্। শ্রিযাদেযম্। হ্রিয়াদেযম্। ভিযাদেযম্। সংবিদা দেযম্।।"[৬]

অর্থাৎ গুরু বলতেন, পুত্র! তুমি মাতাকে দেবীজ্ঞানে দেখবে, পিতাকে দেবস্বরূপ দেখবে, আচার্যকে দেবজ্ঞান করবে, অতিথিকে দেবতুল্য দেখবে। যা কিছু প্রদেয়তা শ্রদ্ধাপূর্বক দেবে, অশ্রদ্ধাপূর্বক দেবে না কেননা অশ্রদ্ধাপূর্বক বস্তু দানাদি কর্ম অসৎ। এই সৎ অসৎ প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দেয়ারসময় বলছেন—

"যজ্ঞেতপসি দানে চ স্থিতিঃসদিতিচোচ্যতে।
কর্ম চৈবতদর্থীযংসদিত্যেবাভিধীযতে।।"[৭]

অর্থাৎ যজ্ঞে, তপস্যায় ও দানে 'সৎ' শব্দে উচ্চারিত হয়। যেহেতু ঐ সকল কর্মব্রহ্মোদ্দেশক হলেই 'সৎ' শব্দে অভিহিত হয়। আর্থিক পরিস্থিতি অনুসারে দেবে, লজ্জার সঙ্গে দেবে, ভয়পূর্বক দেবে এবং সমস্ত কিছুই বিবেকপূর্বক দান করবে। এই সমস্ত ভাব গুলো গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে বিদ্যমান থাকত। তার একটা উজ্জ্বলতম উদাহরণ হলেন আচার্য মধুসূদন সরস্বতী। সেই সময়ে তিনি এক অদ্বিতীয় আচার্যরূপে বেদান্তজগতে কীর্ত্তিত হয়ে ওঠেন। তাঁর বহুতর কৃতী শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম হলেন- বলভদ্র, শেষগোবিন্দ, পুরুষোত্তম সরস্বতী প্রভৃতি। দু'জন অদ্বৈতবাদ বিরোধী মহা প্রতিভাধর ছাত্রও মধুসূদন সরস্বতীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে একজন হলেন মধ্ব-সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ব্যাসরাজের শিষ্য ব্যাসরাম আর অপরজন হলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক শ্রীজীব গোস্বামী। শঙ্করনাথ রায় তাঁর গ্রন্থে লিখছেন যে,

> "শিষ্য ব্যাসরামকে এক কূট পরামর্শ দিয়ে ব্যাসরাজ বলেন, সে যেন মধুসূদনের নিকট কপট শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর সমস্ত তর্ক-যুক্তির রহস্য জেনে নেয় এবং অদ্বৈতসিদ্ধির প্রতিবাদী গ্রন্থ রচনা করেন।"[৮]

আচার্য মধুসূদন কিন্তু ছাত্রের এই অভিপ্রায় জানতেন, জেনেও তার শিক্ষা বা জ্ঞানলাভ থেকে কোনদিন তিনি বঞ্চিত করেননি। কারণ গুরু সর্বদা যথাপোযোগ্য শিষ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। তারা তাদের সর্বস্ব শিষ্যদেরকে দিয়ে থাকেন যাতে অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানের পরম্পরা অস্তিত্ব বজায় থাকে। সেখানে কোন সম্প্রদায় জাতি বর্ণের ভেদাভেদ কোন কিছুর মধ্যে এসে যায় না। তারা শ্রদ্ধা সহকারে তাদের উপযুক্ত করে তোলে। যেমন করে মহাভারতের যুগে দেখতে পাওয়া যায় যে, যখন গুরুদ্রোণাচার্য কোনো না কোনো কারণে বশবর্তী বা প্রভাববর্তী হয়ে অসৎ কার্য অবলম্বন করছেন। তখন ওই গুরুর কাছে শিক্ষিত শিষ্য সে অর্জুন হোক বা পঞ্চপান্ডব- প্রয়োজনে গুরুর উপযুক্ত শিক্ষা ও সদ্গতি প্রদান করছেন। ঠিক এই যুগে দাঁড়িয়েও আচার্য মধুসূদন সরস্বতী আমাদের কাছে অনুপ্রেরণার বিষয়বস্তু। তিনি জানতেন যে ওই ছাত্রটি কী প্রকারের অনিষ্ট করতে পারে। কারণ এতদিন ধরে যে মধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত দ্বৈতবাদী ব্যাসরাজের 'ন্যায়ামৃত' গ্রন্থ রচনার ফলে অদ্বৈতবাদের ক্ষীন অবস্থা হয়ে পড়েছিল, সেই ক্ষীন অবস্থা থেকে আচার্য 'অদ্বৈতসিদ্ধি' রচনা করে আবার পুনঃরায় অদ্বৈতবাদকে তিল তিল করে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই অদ্বৈতবাদকে আবার তার শিষ্য খণ্ডন করবে। ব্যাসরামের ছলনা সম্পর্কে সমস্ত কিছু জেনেও পরম উদার, আচার্য মধুসূদন তাকে যথাপোযুক্ত ভাবেই শিক্ষাদান করেন।

শঙ্করনাথ রায় তাঁর গ্রন্থে বলছেন-

> "উত্তরকালে এই শিষ্যের অদ্বৈতবাদ বিরোধী টীকাখানি হাতে পেয়ে সহাস্যে তাঁকে বলছেন,বৎস, তুমি যে দ্বৈতবাদীমধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত, তুমি যে ব্যাসরাজের নিয়োজিত ব্যক্তি এবং অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের জন্য গুপ্ত ভাবে আমার আশ্রমে অবস্থান করছো, এ সবই কিন্তু আমি জানতাম। তুমি আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছ, তাই আচার্য হয়ে তোমার এই গ্রন্থের প্রতিবাদ বা খণ্ডন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমার কোন শিষ্য পরে এ কাজ করবে।"[৯]

শিষ্যের মনের এরূপ অভিপ্রায় জেনেও তাকে সৎ জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করেননি। এটা আচার্য হিসাবে কতবড় প্রাপ্তি যে, তিনি শিষ্যকে কতবড় যোগ্য করে তুলেছিলেন যে শিষ্য গুরুর মতকে খণ্ডন করতে সক্ষম হয়েছেন। তৎসত্ত্বেও অবিচ্ছিন্ন গুরু পরম্পরা বজায় রাখার জন্য আচার্য তাঁরশিষ্যর রচিত টীকাকে খণ্ডন করেননি। যদি তা করতেন তাহলে তার বিদ্বেষের কারণ হতে হত। যেহেতু তিনি সন্ন্যাসী অর্থাৎ সম্যগ রূপে ন্যাস হয়েছেন, বৃহৎ সংসারের পারাপারের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং সকল ধর্মের অর্থাৎ কর্মৈষণা, পুত্রৈষণা ও বৃত্তৈষণা এই তিন ধর্মের সমস্ত কিছু এমনকি ষড়্-রিপুকে বশীভূত করে সন্ন্যাসীহয়েছেন।

আমরা বর্তমান সমাজে অনেক ক্ষেত্রে কোন কিছু সঠিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে না জেনে বিচার বিশ্লেষণ করতে উদ্যোত হই। একেবারের জন্য হলেও ভাবি না যে জিনিসটা সঠিক বললাম না ভুল বললাম। কিন্তু আচার্য মধুসূদন সরস্বতীর মধ্যে লক্ষ্য করতে পারি যে, তিনি এই ধরণের কোন বিচার-বিশ্লেষণ করতেন না। তিনি প্রথমে দ্বৈতবাদী ছিলেন যখন অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন করতে যাচ্ছেন তখন কিন্তু তিনি আমাদের মত না জেনে অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করছেন না। তিনি আগে সম্পূর্ণ সঠিক ভাবে অদ্বৈতবাদকে জানছেন তারপর খণ্ডন করার প্রয়াস করছেন। বলা যায়, অদ্বৈতবাদের ভিত্তিতে যখন তিনি দ্বৈতবাদী ব্যাসরাজের 'ন্যায়ামৃত' গ্রন্থকে খণ্ডন করছেন তিনি কিন্তু শুধুমাত্র অদ্বৈতবাদের উপর ভিত্তি করে খণ্ডন করছেন না তিনি পূর্বে দ্বৈতবাদ বা ন্যায়শাস্ত্র যথেষ্ট জ্ঞানলব্ধ ছিলেন ফলে তিনি অদ্বৈতবাদের ভিত্তিতে দ্বৈতবাদ এর ভুল ত্রুটি খণ্ডন করছেন। আবার তাঁরাই শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ব্যাসরাম ও অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন করেন। তিনিও কিন্তু পূর্বে দ্বৈতবাদী মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাই তিনি দ্বৈতবাদের ভিত্তিতে অদ্বৈতবাদকে সম্পর্ণরূপে জেনে তার খণ্ডন করতে সমর্থ হয়েছেন। বলা বাহুল্য যে, ব্যাসরাম যখন অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন করে একটি টীকা গ্রন্থ রচনা করেন, সেই টীকা গ্রন্থকে পরবর্তীকালে মধুসূদনের শিষ্য বলভদ্র স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপে জেনে তারপর খণ্ডন করেন। আচার্য

হিসাবে তাঁর শিষ্যদেরকেও তিনি তার আদর্শে আদর্শায়িত করে গড়ে তুলতে পেরেছেন। তার শিষ্যরাও তার মত সমস্ত কিছু স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপে জেনে তারপর খণ্ডন করতে উদ্ভূত হয়েছিলেন।

সর্বোপরি বলা যায় যে, আচার্য মধুসূদন সরস্বতীর কাছ থেকে আমাদের এইটুকু শিক্ষণীয় যে কোন কিছু সঠিকভাবে না জেনে বলা বা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াযায় না। কোন কিছু বলতে বা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গেলে আমাদেরকে আগে সম্পূর্ণ রূপে সেই বিষয়ে জানতে হবে তারপর যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

Reference :

১. সেনগুপ্ত, গৌরাঙ্গগোপাল (সম্পা.), মধুসূদন সরস্বতী, প্রস্থানভেদ, পৃ. ১৬
২. কঠোপনিষদ্, অনু. স্বামী জুষ্টানন্দ, শান্তিঃমন্ত্রঃ
৩. অদ্বয়তারকউপনিষদ্, শ্লোক, ১৬
৪. শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের কথামৃত (অখণ্ড), পৃ. ২৩৪
৫. তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ১/৪
৬. তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ১/১১
৭. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৭/২৭
৮. রায়, শঙ্করনাথ, ভারতের সাধক (২য় খণ্ড), পৃ. ৮৮
৯. তত্রৈব, পৃ. ৮৯

Bibliography :

কঠোপনিষদ্, শাঙ্কর-ভাষ্য অনু. ও ব্যাখ্যা স্বামী জুষ্টানন্দ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৭ (১ম প্রকাশ), মুদ্রিত।

শাঙ্কর-ভাষ্য অনু. ও ব্যাখ্যা সীতানাথ গোস্বামী, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০২ (১ম সং), মুদ্রিত।

ভট্টাচার্য্য, আশুতোষ, বেদান্ত দর্শন-অদ্বৈতবাদ (১ম খণ্ড), কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপ, ১৯৬২ (২য় সং), মুদ্রিত।

রায় শঙ্করনাথ (২য় খণ্ড), ভারতের সাধক, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১৩৫৬ (১ম প্র), মুদ্রিত।

সদানন্দযোগীন্দ্র, বেদান্তসারঃ, অনু. বিপদভঞ্জন পাল, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪২২ (১০ম সং), মুদ্রিত।

অনু. কালীবরবেদান্তবাগীশ, কলিকাতা (বর্তমান কলকাতা), সংস্কৃত প্রেসডিপাজিটারী, ১৩০৯ (৩য় সং), মুদ্রিত।

শ্রীমধুসূদন সরস্বতী, প্রস্থানত্রয়, অনু. ও ব্যাখ্যা গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, কলকাতা: সাহিত্যলোক, ১৩৬২ (১ম প্র), মুদ্রিত।

শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (অখণ্ড), কলকাতা, এস.বি.এস. পাবলিকেশন, ১৪২৭ (১ম প্রকাশ ১৪১৮), মুদ্রিত।